সন্ধ্যা

দিগন্তের প্রান্ত হ'তে, সন্ধ্যা, তুমি এলে
গোধূলির খেলা শেষ করি অবহেলে
বেদনা মেদুর, মন্দ, মন্থর পবনে
অয়ি তমোময়ি, এই বিশ্বের ভবনে ;
ওগো উন্মাদিনি, তব নৃত্যে ছন্দহারা
প্রলয়ে ডুবিয়ে গেল সৃজনের ধারা।
মাধবীর লতা কুঞ্জ হইল মলিন
তব তপ্ত শ্বাসে ; পলে হ'ল লীন
বিহগের কলকণ্ঠ। আলোর উৎসব,
প্রাণের সঙ্গীতময় মুগ্ধ কলরব
অকস্মাৎ, সন্ধ্যা তব চরণ-পরশে
নিমিষে থামিয়া গেল। বিশ্বের উরসে
সহসা উঠিল ফুটি ব্যথার কমল
রূপহীন, রসহীন। সেই শতদল
তব যোগাসন।

সন্ধ্যা, তব মৌনবাণী
সহসা বক্ষের প'রে দিল মোর টানি
আঁধার যবনি। কোন্ অনাহত সুরে
কে যেন বাজাল বীণা মোর চিত্তপুরে
নাহি সেথা হাহাকার, নাহি কোলাহল,
পলকে অমৃত হ'ল যত হলাহল!
কে যেন পরাণে মোর আনিল বারতা
নহ সন্ধ্যা নহ তুমি ব্যাথার দেবতা;
আমার সর্ব্বস্ব তাই তব পদতলে
সমর্পণ করিলাম তপ্ত অশ্রুজলে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী
'চ' শাখা।